কোরআনে বর্ণিত ইউসুফের ঘটনা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু
বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"কোরআনে বর্ণিত ইউসুফের ঘটনা ১২"**

সূরা ইউসুফে বর্ণিত হয়েসে ইউসুফের ঘটনা। এ সূরাতে ১১১ টি আয়াত রয়েছে। কোরআনে ধারাবাহিকতা অনুসারে ১১১ টি আয়াতকে ইউসুফের ঘটনা ১ থেকে ১৫ পর্যন্ত, ১৫ টি ছোটো ছোটো খন্ডে বর্ণনা করা হবে ইনশাল্লাহ।

প্রতিটি খন্ডে প্রথমেই সংক্ষেপে বর্ণনা করা হবে আল্লাহ তা'য়ালা ইউসুফের ঘটনা থেকে কি শিক্ষা গ্রহন করার জন্য আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন।

ইউসুফের ঘটনাকে কুরাইশরা ইউসুফের ভাইদের মতো রাসূল (স:) এর সাথে সে ব্যবহার করেছিল। ঠিক তার সদৃশ ঘটনা হিসেবে উপস্থাপিত করলেন।

যে ভাইকে অন্য ভাইয়েরা চরম নির্দয়ভাবে কুয়ায় ফেলে দিয়েছিলো, সেই ভাইয়ের পদতলেই পরবর্তী সময় নিজেদের সঁপে দিতে হয়েছিল। অন্য ভাইয়েরা ইউসুফকে (তখন মিশরের অধিপতি) বলেছিলো:

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَ اَهْلَنَا الضُّرُّ وَ
جِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنَا ؕ
اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ ﴿۸۸﴾

অতঃপর যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌঁছল তখন বললঃ হে আযীয, আমরা ও আমাদের পরিবারবর্গ কষ্টের সম্মুখীন হয়ে পড়েছি এবং আমরা অপর্যাপ্ত পুঁজি নিয়ে এসেছি। অতএব আপনি আমাদের পুরোপুরি বরাদ্দ দিন এবং আমাদেরকে দান করুন। আল্লাহ দাতাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। (সূরা ইউসুফে ১২:৮৮)

যখন ইউসুফের (মিশরের অধিপতি) পরিচয় ভাইদের কাছে প্রকাশিত হলো, তখন তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করলো। তখন প্রতিশোধ গ্রহণের পরিবর্তে ইউসুফ বলেছিলো:

সে বললেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের কে ক্ষমা করুন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা ইউসুফে ১২:৯২)

ঠিক তেমনি, মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (স:) কুরাইশদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন (কুরাইশরা তখন মাথা নত করে দাঁড়িয়েছিল) তোমরা কি মনে করো, আমি তোমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করবো? তখন ইউসুফের মতো রাসূল (স:) বলেছিলো: আজ তোমাদের উপর কোনো প্রতিশোধ নয়, তোমাদের মাফ করে দেওয়া হোল।

আযীযে মিশরের স্ত্রী ইউসুফকে জেনা করার আহ্বান করেছিল, সে রাজি না হওয়ায় তাকে কারাগারে পাঠিয়ে মনে করেছিলো সে প্রতিশোধ নিচ্ছে। কিন্তু সে ইউসুফের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় পৌঁছার পথ পরিষ্কার করেছিল, এবং নিজের বিশ্বাস ঘাতকতার জন্য লজ্জায় মাথা অধোবদন হতে হয়েছিল।

বালক ইউসুফকে গোলাম বানিয়ে বিক্রি করা হয়েছিল। ৯ বছর কারাগারে কাটাতে হয়েছিল। ইউসুফ ৩০ বছর বয়স থেকে ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত মিসর শাসন করেন। তার শাসনকালে ১০ম বছরে পিতা ও ভাইদেরকে মিসরে নিয়ে আসেন।

ইউসুফকে আল্লাহ তা'আলা "তাউইলিল আহাদিস" **تَأْوِيْلِ الْاَحَادِيْث** অর্থাৎ সমস্যা ও পরিস্থিতি অনুধাবন করা এবং সত্য পর্যন্ত পৌছার জ্ঞান দান করেছেন। এর অর্থ শুধু স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা নয়।

পবিত্র কোরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন:

১. পুনরায় যখন তারা (ভাইয়েরা) ইউসুফের কাছে উপস্থিত হলো। তারা বললো, হে আযীয (রাজা ইউসুফ) আমরা যার পার নাই বিপদের মধ্যে পড়েছি। আমরা সামান্য পুঁজি নিয়ে এসেছি, আপনি আমাদের প্রতি দানের হাত বাড়িয়ে দিন।

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَ اَهْلَنَا الضُّرُّ وَ
جِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنَا ؕ
اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ ﴿٨٨﴾

অতঃপর যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌঁছল তখন বললঃ হে আযীয! আমরা ও আমাদের পরিবারবর্গ কষ্টের সম্মুখীন হয়ে পড়েছি এবং আমরা অপর্যাপ্ত পুঁজি নিয়ে এসেছি। অতএব আপনি আমাদের পুরোপুরি বরাদ্দ দিন এবং আমাদেরকে দান করুন। আল্লাহ দাতাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। (সূরা ইউসুফে ১২:৮৮)

২. সে (ইউসুফ) বললো, কি জানো না, তোমরা ইউসুফ ও তার সহোদরের সাথে কি আচরনটা করেছিলে।

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَ اَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ ﴿٨٩﴾

ইউসুফ বললেনঃ তোমাদের জানা আছে কি, যা তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে করেছ, যখন তোমরা ছিলে অজ্ঞ? (সূরা ইউসুফে ১২:৮৯)

৩. তারা (ভাইয়েরা) বললো, তবে তুমিই ইউসুফ। সে (রাজা) বললো আমিই ইউসুফ।

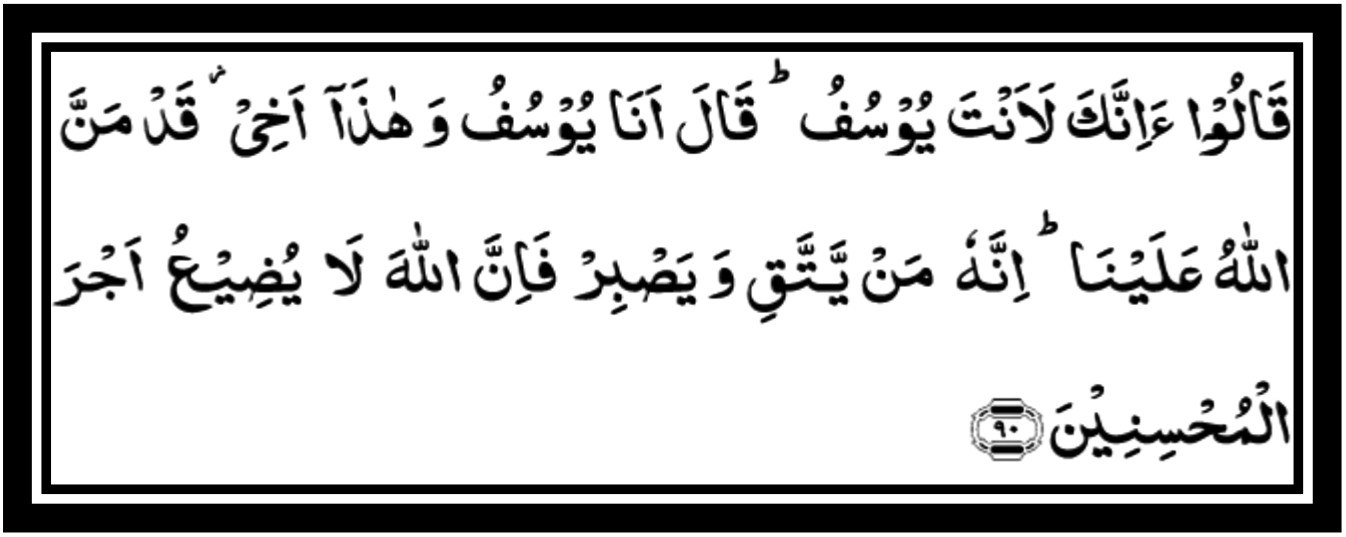
قَالُوْٓا ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ ؕ قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَ هٰذَآ اَخِىْ ۫ قَدْ مَنَّ
اللّٰهُ عَلَيْنَا ؕ اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَ يَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ
الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٩٠﴾

তারা বলল, তবে কি তুমিই ইউসুফ ! বললেনঃ আমিই ইউসুফ এবং এ হলো আমার সহোদর ভাই। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। নিশ্চয় যে তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সবর করে, আল্লাহ তো সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না। (সূরা ইউসুফে ১২:৯০)

৪. তারা (ভাইয়েরা) বললো, আল্লাহর কসম, আল্লাহর তোমাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন আর আমরা অবশ্যই অপরাধ করে আসছি।

قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَ اِنْ كُنَّا لَخٰطِـِٕيْنَ ﴿٩١﴾

তারা বললঃ আল্লাহর কসম! আমাদের চাইতে আল্লাহ তোমাকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আমরা অবশ্যই অপরাধী ছিলাম। (সূরা ইউসুফে ১২:৯১)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

৫. ইউসুফ বললো, আজ আর তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো নিন্দা ভর্তসনা নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন।

সে বললেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের কে ক্ষমা করুন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা ইউসুফে ১২:৯২)

মিশরের অধিপতি ইউসুফ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ভাইদের উপর কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। ভাইদের ইউসুফ ও বনি ইয়ামিনের বিরুদ্ধে অনেক অপরাধ করা সত্ত্বেও। ঠিক তেমনি মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (স:) কুরাইশদের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। যারা তাকওয়া ও সবর অবলম্বন করেন আল্লাহ তাদের প্রতি ইহসান করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ এ সব মুমিনদের কর্মফল বৃথা যেতে দেন না। সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনের, আসুন আমরা তাকওয়া ও সবর অবলম্বন করি।

আল্লাহ আমাদের উপর রহমত নাযিল করুন।

আমীন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/